দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP 08 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬....

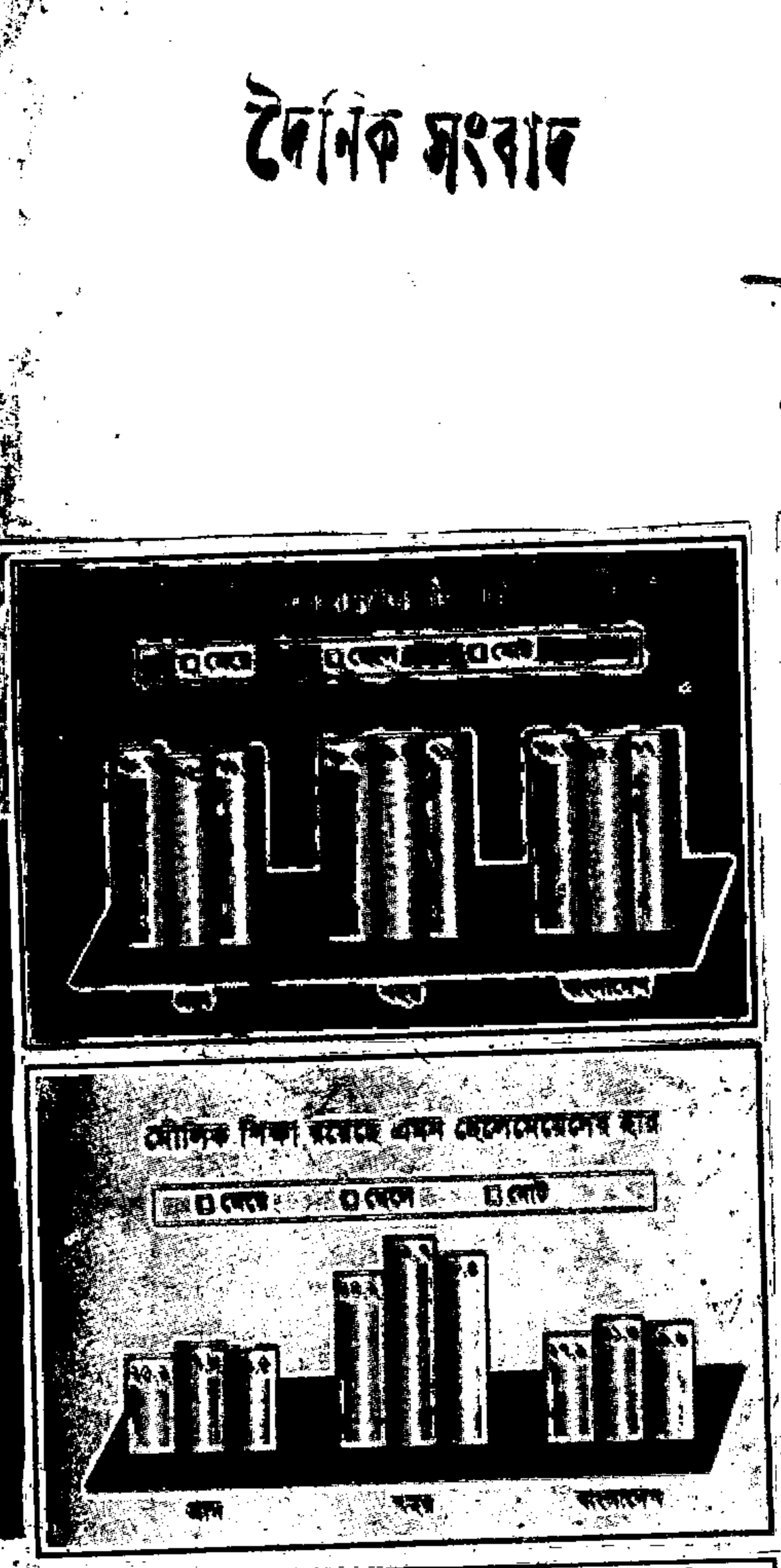

23

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ জরিপ চিত্র

স্কুলে যাওয়ার হার বেড়েছে সব সুযোগ শহরেই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর হার বেড়েছে। তবে মৌলিক শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে মেয়েদের চাইতে ছেলেরা এগিয়ে। তবে শহরে ছেলেমেয়ের চেয়ে গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা এক বছর পিছিয়ে রয়েছে। তবে এখনও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চসংখ্যক' শিক্ষার্থীর ভরসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে এসব স্কুলে মৌলিক শিক্ষার মান আশানুরূপ নয়। প্রায় ৩১ ভাগ অভিভাবক টাকার

সুযোগ ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৪

অভাবেই তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন না। এডুকেশন ওয়াচ-এর এক জরিপে এসব তথ্য জানান হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে ঃ প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের স্কুলে গমনের গ্রস হার হচ্ছে ১০৭, যা মেয়েদের জন্য ১০৯ এবং ছেলেদের ১০৪। এ হার খুলনা বিভাগে সর্বোচ্চ (১১৭) এবং মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে সর্বনিম্ন (১০১)। সবগুলো এলাকায়ই স্কুলে গমনের গ্রস হার ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশি। দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের প্রায় এক- তৃতীয়াংশই এসেছে শিক্ষার জন্য নির্ধারিত বয়স গ্রুপের (৬-১০ বছর) বাইরে থেকে। স্কুলের ধরন অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরের মোট ছেলেমেয়েদের ৬৭.৭% যায় সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বেসরকারি (রেজিস্টার্ড ও আনরেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় ১৫% এবং এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে যায় ৮.৫% ছাত্রছাত্রী।

গবেষণায় দেখা গেছে স্কুলে গমনের নিট হার হচ্ছে ৭৭%। অর্থাৎ ৬-১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের ২৩% এখনো স্কুলের বাইরে রয়ে গেছে। এ হার ছেলেদের ক্ষেত্রে ৭৫.৫% এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৭৮.৬% পাওয়া গেছে। যদিও স্কুলে গমনের গ্রস হার শহর এলাকার চেয়ে গ্রামীণ এলাকায় বেশি দেখা যাচ্ছে; কিন্তু নিট হার পাওয়া গেছে শহর এলাকায় বেশি। স্কুলে গমনের রয়েছে (৮২.৬%), আর সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ (৭৪%)। ছেলেমেয়েদের স্কুলে না যাওয়ার প্রধান দু'টি কারণ হচ্ছে, অভিভাবকরা মনে করছেন 'শিশুদের এখনো স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি' (৩৭%) এবং 'টাকার অভাব' (৩১.৬%)।

১৯৯৩ সালের তথ্যের সঙ্গে ১৯৯৮ সালের তথ্যের তুলনা করে দেখা গেছে, আগের তুলনায় এখন মেয়েরা অধিক হারে স্কুলে যাচ্ছে।

শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি ঃ এ প্রকল্পের জরিপদল যেদিন স্কুল পরিদর্শন করেছিল সেদিন গড়ে ৬২% ছাত্রছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত দেখা গেছে। এ হার মেয়েদের মধ্যে ৬৪% এবং ছেলেদের মধ্যে ৬১%। রেজিস্টার খাতায় উল্লিখিত ছাত্রছাত্রী সংখ্যার সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের ধারণ ক্ষমতার তুলনা করে দেখা গেছে মাত্র ৬৬% ছাত্রছাত্রীর বসার মতো স্থান রয়েছে।

মৌলিক শিক্ষার মান ঃ পড়তে পারা, লিখতে পারা, অংক কষতে পারা এবং সাধারণ জীবনদক্ষতার জ্ঞান— এই চারটি বিষয় মিলিয়ে মৌলিক শিক্ষার ন্যূনতম স্তর স্থির করা হয়েছিল। (১৯৯২ সালে বাংলাদেশে এ পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করা হয়। কোন শিশু যদি জীবনদক্ষতা জ্ঞানের ১০টি প্রশ্নের মধ্যে ৭টির, কোন পাঠ থেকে দেয়া ৪টি প্রশ্নের মধ্যে ৩টির ও ৪টি মৌখিক অংকের মধ্যে ৩টির সঠিক উত্তর দিতে পারে এবং চিঠি লিখে ভাব প্রকাশ করতে পারে তবেই তার 'মৌলিক শিক্ষা' রয়েছে বলে ধরা হয়েছে।

১১-১২ বছর বয়সী যেসব ছেলেমেয়েকে উল্লিখিত মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়নের আওতায় নেয়া হয়েছিল, দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ২৯.৬% মৌলিক শিক্ষার ন্যূনতম মান অর্জন করতে পেরেছে। এই মূল্যায়নে শহর এলাকার ছেলেমেয়েরা গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক ভাল করেছে। এলাকা অনুসারে বিশ্লেষণে দেখা গেছে, খুলনার ছেলেমেয়েরা ভাল করেছে (৩৮%) আর চট্টগ্রামের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে খারাপ করেছে (১৭%)। ১৯৯৩ সালে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে, মৌলিক শিক্ষার সার্বিক মানের উন্নতি ঘটেছে। তবে এবারও দেখা গেছে, ১৯৯৩ সালের মতো মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মান অপেক্ষাকৃত ভাল।

স্কুলের ধরন অনুসারেও মৌলিক মানের পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। যেসব ছেলেমেয়ে এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে তারা মোটামুটি ভাল করেছে। যারা সরকারি/বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে তাদের ফলাফল মানসম্মত নয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এ মান খুবই খারাপ।